ফয়যানে মদীনার
গুণাবলী
21 May 2026
(For Islamic Brothers)
সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

কুতবে মদীনার গুণাবলী

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত 6
বৎস! আম্মার কথা শোনো...!! 7
জনাব মাসউদ আহমদ সাহেবের জন্য সুসংবাদ..... 9
ওলীদের কথা উপেক্ষিত হয় না 10
কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি 10
সায়্যিদি কুতুবে মদীনা মিশুক প্রকৃতির ছিলেন..... 12
স্বাগত জানানোর চমৎকার ধরন..... 12
কুতুবে মদীনার ইশকে রাসূল..... 14
তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসে কোথায় যাবেন?..... 14
তোমার সামনে মুখ লুকিয়ে কার কাছে যাবো?..... 15
কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশক ভরা ধরন..... 16
কুতুবে মদীনা গোপনীয়তা জেনে নিয়েছেন..... 17
বিনয়ী অবলম্বন করুন! 18
অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিন!..... 19
কুতুবে মদীনার গীবতের প্রতি ঘৃণা..... 20
কুতুবে মদীনা দাড়ি রাখালেন..... 22
অদৃশ্য সত্তাদের আগমন 24
বেছাল শরীফ ও জানাযা মুবারক 24
নেক আমল নম্বর ২৯ এর প্রতি তাকিদ:..... 25
মেহমানদারীর ও সুন্নাত ও আদব..... 26

ঘোষণা..... 26
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 27
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 27
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 27
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 28
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 28
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 28
(৬) দরূদে শাফায়াত:..... 29
(১) এক হাজার দিনের নেকী 29
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 29
মেহমানদারীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব..... 30
দূশ্চরিত্রতা থেকে মুক্তির দোয়া..... 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি..... 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী..... 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 35
মাসিক ৪টি নেক আমল..... 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শোনার শক্তি দান করা হয়েছে, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করে তো সে আমার নিকট তার ও তার বাবার নামসহ উপস্থাপন করে, (আর বলে:) অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দরুদে পাক পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ কিতাবুল আদইয়াত, ১০/২৫১, হাদিস: ১৭২৯১)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করার তাওফিক দান করুক। সুন্নীদের মহান ইমাম, অনেক বড় আশিকে রাসূল সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মুরিদদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ✯ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত যথাসম্ভব, প্রতিদিন নিজের উপর আবশ্যক করে নাও! ✯ আর দরুদ শরীফ তো প্রত্যেক মুসলমানের প্রিয় আমল এবং মুমিনের ঈমানের প্রাণ, সর্বক্ষণ দরুদ ও সালাম পাঠ করতে থাকো! ✯ এবং দালায়িলুল খয়রাত শরীফ থেকে যতটুকু সম্ভব প্রতিদিন পাঠ করো! **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬৪৫)**

দালায়িলুল খয়রাত শরীফ দরুদে পাকের অনেক সুন্দর একটি কিতাব, সেটাতে অনেক সুন্দর সুন্দর দরুদে পাক লিখা রয়েছে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে মকবুল, সেগুলো পাঠ করার অনেক বরকত রয়েছে। শাজারায়ে আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়া, আত্তারীয়ার অযিফার মধ্যেও দালায়িলুল খয়রাতের প্রতিদিনের অযিফা রয়েছে। চেষ্টা করুন প্রতিদিন দালায়িলুল খয়রাতের অযিফা পড়ার অভ্যাস গড়ার! ! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত নসীব হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! اَلْحَمْدُ لِلّٰه! কুরবানীর দিন সন্নিকটে চলে এসেছে, চারিদিকে সুন্নাতে ইব্রাহিমীর চর্চা চলছে, সৌভাগ্যবান হলো ওইসব ব্যক্তিরা যারা আল্লাহ পাকের খলিল হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত আদায় করার জন্য টাকা খরচ করে খুব সুন্দর সুন্দর পশু ক্রয় করছে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কুরবানী দেওয়ার তাওফিক দান করুক। হযরত যায়েদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই কুরবানী কী? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْم অর্থাৎ তোমাদের পিতা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ জিজ্ঞাসা করলেন: ইয়া

রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে আমাদের জন্য কী রয়েছে? বললেন: شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ অর্থাৎ কুরবানীর (পশুর) প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী। **(ইবনে মাজাহ, পৃ: ৫১০, হাদিস: ৩১২৭)**

যেসব সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল এই বছর কুরবানী দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছে, আল্লাহ পাক সকলের কুরবানীকে তাঁর সুমহান দরবারে কবুল করুক আর যারা কুরবানী করার সামর্থ রাখে না কিন্তু মনে চাই কুরবানী দিতে, আল্লাহ পাক তাদেরকেও কুরবানী দেওয়ার তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বৎস! আম্মার কথা শোনো...!!

মুহাম্মদ আরিফ কাদেরী যিয়ায়ী সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ। তিনি বলেন: ১৯৭৪ সালের কথা, আমি মদীনা পাকে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি। মদীনা পাকে ব্যবসা করার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। ব্যস আমার সম্মানিতা আম্মার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া বাকি ছিল, সুতরাং মদীনা পাক থেকে আমার আম্মার কাছে চিঠি লিখলাম এবং অনুমতি চাইলাম কিন্তু আমার আম্মা অনুমতি দিলেন না আর বললেন: পাকিস্তান চলে যাও! সাথে সাথেই আম্মাজান সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতেও চিঠি লিখলেন, তাঁকেও চিঠি লিখলেন যে, আরিফের চলে যাওয়াটা আমার সহ্য হবে না, দয়া করে তাকে পাঠিয়ে দিন!

আরিফ কাদেরী সাহেব বলেন: একদিন, রাতের বেলায় আমি সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, (প্রতিদিন রাতে যেখানে মাহফিলে মিলাদ হতো, তাতে অংশগ্রহণ করলাম), মাহফিল শেষ হওয়ার পর যখন সকলে চলে গেল তখন সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আরিফ পুত্র! আপনার ঘর থেকে চিঠি এসেছে, সেটি পড়ে নিন! এটা বলে তিনি চিঠিটি আমাকে দিলেন, আমি পড়ে গোপনে রেখে দিলাম। বললেন: পুত্র! চিঠিটি পড়েছেন? আমি বললাম: জি পড়েছি। বললেন: সিদ্ধান্ত কী নিয়েছেন? আরজ করলাম: আমি মদীনা পাকেই থাকতে চাই। কিছুদিন পর আম্মার মধ্যে ধৈর্য চলে আসবে। সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: বৎস! আম্মার কথাটি মেনে নাও! তাতে তোমার জন্য বরকত রয়েছে। আমি আবারও আরজ করলাম: আপনি দয়া করুন! আমি মদীনা ছেড়ে যেতে চাই না। এখন কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হালকা রাগান্বিত হয়ে বললেন: না...!! চলে যাও! মায়ের হুকুম মান্য করো! তুমি !اِنْ شَآءَ الله একদিন মদীনা তায়্যিবায় আসবে এবং এখানেই থাকবে।

আরিফ সাহেব বলেন: মদীনা ছেড়ে যেতে মন তো চাইতেছিল না, তারপরও আম্মাজানের নির্দেশ পালন ও পীর সাহেবের হুকুমে ইচ্ছা না থাকা সত্বেও পাকিস্তান চলে আসলাম। !اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিছুদিনের মধ্যেই আমার উপর দয়া হলো, পীর সাহেবের দোয়া কাজে আসল, মাহবুবে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করলেন এবং আমার জন্য মদীনা পাকে স্থায়ীভাবে থাকার মাধ্যমও হয়ে গেল। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন কাদেরী, ১/৭৫৬, ৭৫৭)**

জনাব মাসউদ আহমদ সাহেবের জন্য সুসংবাদ

জনাবে মাসউদ আহমদ কাদেরী যিয়ায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-ও সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ ছিলেন, তাঁর সাথেও প্রায় এরকম ঘটনা ঘটত, (তিনি) বলেন: আমি দ্বিতীয়বার হজ্বের জন্য উপস্থিত হলাম, হজ্বের পর মদীনা পাকে উপস্থিত হলাম, আমার ইচ্ছা ছিল যে, এখন থেকে ব্যস স্থায়ীভাবে মদীনা পাকে থেকে যাব। অতএব ঘর থেকে আসার সময় মায়ের কাছ থেকে অনুমতিও নিয়ে নিয়েছিলাম, আমি মদীনা পাকে পৌঁছে কাজ-কামও খুঁজে নিলাম এবং সেখানেই থাকতে রইলাম। কিছুদিন পর আমার সম্মানিতা আম্মার চিঠি পেলাম, তিনি নির্দেশ দিলেন যে পুত্র! পাকিস্তান ফিরে আসো! আমার খুব চিন্তা হয়, প্রতিদিন এশার নামাযের পর পীর সাহেব সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতাম, আমি সমস্যার কথা খুলে বললাম, বললেন' বৎস! দ্রুত চলে যাও! اِنْ شَآءَ الله! (তুমি) আবারও আসবে এবং এখানেই থাকবে, মা-বাবা (parents) এর হুকুম মানা জরুরী।

জনাব মাসউদ আহমদ সাহেব বলেন: আমি পীর সাহেবের কথা মেনে নিলাম এবং পাকিস্তান চলে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! পীর ও মুর্শিদ (সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এর দোয়াই আমার আরও ২বার হজ্ব করার সৌভাগ্য নসীব হলো, অবশেষে মদীনা পাকেই স্থায়ীভাবে থাকা নসীব হলো। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৭৬৬)**

ওলীদের কথা উপেক্ষিত হয় না

سُبْحٰنَ اللّٰه! কেমন শান সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর...!! ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাকের যারা নেককার বান্দা, আউলিয়ায়ে কেরাম, তাঁদের কথা রদ হয় না, তাঁরা যেই কথাই বলে দেয়, আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহে সেই কথাটি পূরণ করে দেন। বুখারী শরীফে এক লম্বা হাদিসে পাক রয়েছে, এবং সেটাও হাদিসে কুদসী অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী' রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْب যে আমার ওলীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

(বুখারী, ১৫৯৭ পৃ:, হাদিস: ৬৫০২)

এটা হলো ওলীদের শান, তাঁদের সাথে শত্রুতা, আল্লাহ পাকের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার মত। এই হাদিসে পাকের শেষে রয়েছে: وَاِنْ سَاَلَنِيْ لَاُعْطِيَنَّهٗ আর যদি তাঁরা (ওলী আল্লাহরা) আমার কাছে চাই তবে আমি (আল্লাহ) অবশ্যই সেটা তাঁদেরকে দান করি। **(বুখারী, পৃ: ১৫৯৭ , হাদিস: ৬৫০২)**

سُبْحٰنَ اللّٰه! এটা হলো আল্লাহ পাকের দরবারে ওলীদের অবস্থান, তাঁদের সম্মান যে তাঁরা যেই ফরিয়াদই করে, যা কিছু আল্লাহ পাকের কাছে চান, দয়ালু আল্লাহ পাক শুধুমাত্র তাঁর অশেষ অনুগ্রহে তাঁদের কথা ফিরিয়ে দেন না, (বরং) তাঁদের চাওয়া পূরণ করে দেন।

কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ৪ যিলহজ্ব সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাত দিবস, যমানার ওলীয়ে কামিল, আলিমে বা-আমল, আশিকে রাসূল, সায়্যিদি কুতুবে মদীনা হযরত যিয়া উদ্দীন মাদানী

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেছাল মুবারক হয়েছে। সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পীর সাহেব অর্থাৎ আত্তারীদের পীরদাদা।

✯ তাঁর শুভ জন্মদিন: ১৮৭৭ হিজরী ✯ সিয়ালকোট হলো তাঁর বসবাসের শহর ✯ তাঁর জন্মগত নাম হলো আহমদ মুখতার ✯ তাঁর দাদাজান তাঁর নাম রেখেছিলেন যিয়া উদ্দীন ✯ তিনি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বংশধর ✯ তাঁর বংশ ওলামা ও সুফী ঘরানার ছিলেন ✯ তাঁর বাপ দাদা শায়খ আব্দুল্লাহ কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কারামতের অধিকারী ছিলেন, প্রায় খ্রিষ্টীয় ১৬শ শতকে হিজরত করে মদীনায়ে মুনাওয়ারা চলে গিয়েছিলেন ✯ এইভাবে শায়খ আব্দুল হালিম কাদেরীও তাঁর পূর্বপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি স্বয়ং নিজে বলেন: আমার পূর্বপুরুষ সকলেই কাদেরী (অর্থাৎ হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ) ছিলেন ✯ কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বভাব ছিল, হুযুরে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম শুনেন তো সম্মানার্থে মাথা ঝুকিয়ে নিতেন। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৮৪, ১৮৬)**

✯ সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভারতের পিলিভিত থেকে দাওরায়ে হাদিস শরীফ (অর্থাৎ আলিম কোর্স) সম্পন্ন করেছেন ✯ তাঁর দস্তারবন্দী করেছেন আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ✯ ১৮ বছর বয়সে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁকে খেলাফত দিয়েছেন। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/১৮৭)** ✯ ১৯১০ সালে তিনি মদীনা পাকে হাজিরি দিয়েছেন এবং ৭০ বছরের চেয়ে বেশি সময় সেখানে অবস্থান করার সৌভাগ্য নসীব

হয়েছে। অবশেষে মদীনা শরীফেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর পবিত্র মাযার শরীফ জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত। **(সৈয়দ কুতুবে মদীনা, ৮/১৭-১৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদি কুতুবে মদীনা মিশুক প্রকৃতির ছিলেন

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের পীরে কামিলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: ✯ হুযুর সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলম ও আমলের অধিকারী ছিলেন ✯ তিনি তাঁর ঘর থেকে রওনা হলেন এবং বাগদাদ হয়ে মদীনা পাকে পৌঁছলেন, এই সফরে তিনি অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, এগুলো এমন কঠিন পরীক্ষা ছিল, সেগুলোর উপর ধৈর্যধারণ করাই তাঁর নিয়তি ছিল ✯ সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চরিত্রবান ও মিশুক প্রকৃতির ছিলেন, অধিকাংশই যখন তাঁর খেদমতে কেউ উপস্থিত হতো তখন মারহাবা! মারহাবা বলে স্বাগত জানাতেন ✯ তাঁর চালচলন সাদাসিধে ও বিনয়ের দৃষ্টান্তহীন উদাহরণ ছিলো, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি অনেকবার দেখেছি যে, যখনই তাঁর খেদমতে দোয়ার আবেদন করা হতো তখন তিনি বলতেন: আমি একজন দোয়াকারীও এবং দোয়ার ভিক্ষুকও। অর্থাৎ দোয়াও করছি এবং আপনার কাছে দোয়াও চাই। **(সায়্যিদি কুতুবে মদীনা, ৮-১০)**

স্বাগত জানানোর চমৎকার ধরন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মারহাবার অর্থ হলো: আপনার আসাটা প্রশস্তময়, অর্থাৎ আপনি আমাদের কাছে এসেছেন, আপনার জন্য

আমাদের নিকট অনেক প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততা রয়েছে। উর্দুতে এজন্য খুশ আমাদেদ বলা হয়ে থাকে আর ইংলিশে Well Come বলে। এটি কাউকে স্বাগত জানানো খুব সুন্দর পদ্ধতি, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাধারণ স্বভাব ছিল যে, তিনি মারহাবা বলে আগত ব্যক্তিকে স্বাগত জানাতেন, সাধারণত যখন বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা খেদমতে উপস্থিত হতো তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে খুব ভালোভাবে স্বাগত জানাতেন এবং মারহাবা বলতেন, একবার দাউস গোত্রের ৪০০জন লোক খেদমতে উপস্থিত হলেন, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে স্বাগত জানাতে গিয়ে বললেন: مَرْحَبًا اَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوْهًا وَ اَطْيَبُهُمْ اَفْوَاهًا وَ اَعْظَمُهُمْ اَمَانَةً খোশ আমাদেদ! কত সুন্দর চেহারা ওয়ালা, পবিত্রময় মুখ এবং আমানতদারীতে অনেক মর্যাদাবান লোক এসেছেন। **(মু'জামু কবীর, ৬/১৩৬-১৩৭, হাদিস: ১২৭৭৪)**

হযরত উম্মে হানী رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: একবার আমি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরবারে উপস্থিত হলাম, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئ অর্থাৎ উম্মে হানীকে স্বাগতম...!!

(বুখারী, পৃ: ১৬৩, হাদিস: ৩৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা হলো স্বাগত জানানোর উত্তম পদ্ধতি, আজকাল আমাদের সমাজে এই পদ্ধতিটি ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, আগত ব্যক্তিকে উত্তম পদ্ধতিতে স্বাগত জানানোও কেউ কেউ জানে ✯ সাধারণত লোক এমনিতেই মুচকি হেসে দেয় ✯ কোন মনোযোগ ছাড়াই সালাম করে নেয় বরং এখন সালামও বলছে ✯ হাতের কয়েকটি আঙ্গুল মিলিয়ে দিয়ে ✯ Welcoming (অর্থাৎ আগত ব্যক্তিকে স্বাগত জানানো)ও একটি আমল আর বর্তমান সমাজের জন্য এটি অনেক জরুরী, মানুষকে খুব

ভালোভাবে স্বাগত জানাতেও জানে না। এটা আমাদের শিখা উচিত, যখনই কেউ আমাদের কাছে আসবে ✯ উত্তম পদ্ধতিতে ✯ মুচকি হেসে ✯ চেহারায় খুশির প্রভাব দেখিয়ে ✯ উত্তম শব্দাবলীর মাধ্যমে ✯ আগে অগ্রসর হয়ে স্বাগত জানান, এটাও একটি নেকী।

কুতুবে মদীনার ইশকে রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাগলের মত ইশক ছিল বরং এটা বলাও একদম সঠিক হবে যে, তিনি ফানা ফির রাসূলের উচ্চ মর্যাদায় আশীন ছিলেন ✯ যিকরে মুস্তফাই ছিল তাঁর দিন ও রাতের ব্যস্ততা ✯ অধিকাংশ সময় তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করতেন: আপনারা কি নাঁত শরীফ পড়েন? যদি তারা জি বলত তবে তাদের কাছ থেকে নাঁত শরীফ শুনতেন এবং খুব স্বাদ অনূভব করতেন ✯ অনেকবার নাঁতে পাক শুনতে শুনতে চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যেত ✯ সারা বছর প্রতিদিন রাতে তাঁর আস্তানায় মাহফিলে মিলাদ হতো, যেটাতে ✯ মাদানী ✯ তুর্কী ✯ পাকিস্তানী ✯ সিরিয়া ✯ মিসরী ✯ আফ্রিকি ✯ সুদানী ✯ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যিয়ারতকারীরা অংশগ্রহণ করতেন। **(সৈয়দ কুতুবে মদীনা, পৃ: ১১)**

তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসে কোথায় যাবেন?

অনেকবার এমনও হয়েছে যে, যখন কোন যিয়ারতকারী মদীনা শরীফ ছেড়ে ঘরে ফিরে যায় তো আরজ করে: আমি বিদায়ী সালাম বলে এসেছি (অর্থাৎ আমি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিদায়ী সালাম পেশ করে

এসেছি)। সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ তাকে সংশোধন করতে গিয়ে বলেন: তাঁকে বিদায় দিয়ে কোথায় যাবেন? রাসূল رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এর দরবারে এইভাবে আরজ করো: اَلۡحَفِیۡظ ! اَلۡحَفِیۡظ یَارَسُولَ اللهِ ! اَلۡغِیَاث یَارَسُولَ اللهِ! اَلۡاَمَانۡ یَارَسُولَ اللهِ! یَارَسُولَ اللهِ **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন কাদেরী, ১/৬১৫)**

তোমার সামনে মুখ লুকিয়ে কার কাছে যাবো?

একবার বললেন: মির্জা (শাকুর বেগ হায়দারাবাদী) সাহেব বলেন:

نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابِل | نہ مُنہ ہے تمہارے دکھانے کے قابِل

না কোয়ি আমল হ্যা সুনানে কে কাবিল
না মুহ হ্যা তুমহারে দিখানে কে কাবিল

আর আমাদের আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ বলেন:

تجھ سے چُھپاؤں مُنہ تو کروں کس کے سامنے
کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے

তুঝ সে ছুপাউঁ মুহ তো করুঁ কিস কে সামনে
কিয়া আওর ভী কিসি সে তাওয়াক্কু নযর কি হ্যা

এই শে'রটি পড়ে সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ বললেন: তাঁর রহমতের আঁচলে তো লুকাতে পারবে কিন্তু তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কার কাছে যাবে? আর কোথায় লুকাতে পারবে? যেহেতু রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর হাত মুবারকের তালুতে পুরো পৃথিবীকে স্পষ্ট অবলোকন করছেন। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬১৮)**

কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইশক ভরা ধরন

☆ সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই কারামত ছিল যে, যখনই কোন আউলাদে রাসূল তাশরিফ আনতেন, যদিও তাঁর সাথে আগে থেকে কোন পরিচয় ছিল না কিন্তু তারপরও তিনি তাঁকে চিনে ফেলতেন যে, ইনি সৈয়দ বংশীয় লোক, তাঁকে খুব আদব করতেন, হাতও চুম্বন করতেন। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬৩৭, ৬৩৮)** মুস্তফা নামকেও অসাধারণ আদব করতেন, তাঁর এক খাদিমের নাম ছিল মুস্তফা আর সে ছিল খুব কম বয়সী, তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিল, তাকে যখনই ডাকতেন তখন ইয়া সায়্যিদি মুস্তফা বলে ডাক দিতেন। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬৪০, ৬৪১)** ☆ একবার তাঁর শাহজাদা ওই খাদিমকে কোন কারণে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দিল, যখন সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ সেটা জানতে পারলেন তখন তিনি ওই খাদিমকে ডাকলেন আর শুধুমাত্র তার নামের আদব রক্ষার্থে বললেন: ইয়া সায়্যিদি মুস্তফা! তুমি কাজ ছেড়ে দিচ্ছো, অবশ্যই প্রত্যেক মাসে এসে তোমার সাথে একা আমাকে নিয়ে যাবে। **(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬৪১)**

سُبۡحَانَ اللّٰہ! কী শান...!! এ থেকে অনুমান করুন! শুধুমাত্র নামের প্রতি এত আদব সুতরাং সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ স্বয়ং নিজে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কী পরিমাণ আদব করেন।

☆ সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এটাও একটি ইশক ভরা স্বভাব ছিল যে, যদি কোন ধনী লোক তাঁকে দাওয়াত করতেন তখন তিনি বলতেন: আমি আমার নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে পড়ে আছি, আমার জন্য আমার নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -ই যথেষ্ট। বসিয়ে বসিয়ে টুকরা দান করেন, অনেক ভালো দেন, খাই আর খুব ভালোভাবে খাই। **(সৈয়দ যিয়া**

উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬১০) ✯ সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বেছালের শেষ দিনে কিছু আহার করছিলেন না, যখন এটা বলা হতো যে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধ ও মধু খুব বেশি পছন্দ করতেন। তখন বলতেন: খুব ভালো! নিয়ে আসো, অতঃপর কয়েক চুমুক খেয়ে নিতেন। (সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ২/২৪১) ✯ যখন কেউ মদীনায়ে মুনাওয়ারায় মারা যেত এবং তাঁকে জানানো হতো যে, অমুক ইন্তেকাল করেছে, তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়েছে। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ হাত তুলতেন আর মৃত্যুবরণকারীর জন্য দোয়া করতেন আর বলতেন আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকেও তার সাথে মিলিয়ে দেন। (সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬১৬)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুতুবে মদীনা গোপনীয়তা জেনে নিয়েছেন

একদা সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ঘরে মাহফিলে মিলাদ ছিল, হায়দারাবাদ (হিন্দ) এর একজন প্রসিদ্ধ শায়ের মির্জা শাকুর বেগও উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁর নিজের লিখিত একটি নাঁত শরীফ পড়লেন, সেটার শেষ লাইনের সারাংশ কিছুটা এরকম ছিল: মির্জার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য তো রয়েছে, যার কারণে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিবছর তাকে মদীনায় ডেকে নেয়।

মির্জা সাহেব এই নাঁত পড়লেন, সময় অতিবাহিত হলো, এখন খোদার দয়া এমন হলো যে, যে-ই মির্জা শাকুর সাহেব প্রতিবছর মদীনায়ে পাকে হাজির হতেন, এখন ২, ৩ বছর হয়ে গেল, হাজিরির কোন মাধ্যম হলো না, খুবই পেরেশান হলেন, হাজিরি থেকে বঞ্চিত কেন, কোন কিছু

বুঝতে পারছিলেন না, অবশেষে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে পয়গাম পাঠিয়ে আরজ করলেন: জনাব! খুবই চিন্তিত আছি, দোয়া করুন! যেন হাজিরি নসীব হয়!

সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তো এমনিতেই ওলীউল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ পাকের ওলী ওই গোপন রহস্যগুলো জানেন, যেগুলোর দিকে সাধারণ লোকদের মনোযোগ থাকে না, তিনি মির্জা সাহেবকে এই শেরের দিকে ইশারা করলেন। এখন মির্জা সাহেবের বুঝে আসল যে, আমি বলেছিলাম: আমি প্রতিবছর মদীনা আসি, এটা আমার যোগ্যতা। তিনি এটা থেকে তাওবা করলেন। আল্লাহ পাকের দয়া দেখুন! পরের বছর আবারও হাজিরি দেওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেল।

মির্জা সাহেব সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে হাজির হলেন, নাত শরীফ পড়লেন এবং সেটার শেষ লাইনটি বললেন:

ہر سال بُلانے میں ہے راز یہی مرزا | سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمی نے کی

হার সাল বুলানে ম্যা হ্যা রায ইয়েহী মির্জা
সারকার জগাতে হ্যা তাকদীর কমীনে কী

(সৈয়দ যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিনয়ী অবলম্বন করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি খুব বোঝার একটি বিষয়, জোরে কথা বলা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, আমাদের মাঝেমধ্যে জোরে না বলা উচিত, ব্যস বিনয় অবলম্বন করুন, আল্লাহ ও রাসূলের বিনয়ী বান্দা

হয়ে যান, এতেই মুক্তি ও এতেই কল্যাণ রয়েছে, যে আল্লাহ ও রাসূলের সামনে মাথা উঁচু করে সে আর কখনো মাথা উঁচু করার উপযুক্ত থাকে না।

অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেটা খুবই শিক্ষনীয়, সেটা হলো আমাদের ✯ বিপদ ✯ পেরেশানী ✯ ব্যর্থতার কারণ সর্বদা বাহ্যিকতাই হয় এটা জরুরী নয় ✯ বিপদ ✯ পেরেশানী ✯ ব্যর্থতা অনেক সময় বাতেনী তথা অভ্যন্তরীণ কারণেও হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে সাধারণ এইদিকে মনোযাগ দেওয়া হয় না, আজকাল প্রত্যেক ব্যক্তি কেউ পেরেশানীতে গ্রেফতার দেখা যায়, পেরেশানীর কারণ জিজ্ঞাসা করুন ✯ তো বলবে: দ্রব্যমূল্যেও উর্ধগতি ✯ কেউ বলবে: অমুকের কারণে এমন হয়েছে ✯ কেউ বলবে: সরকার ভালো নয় ✯ কেউ বলবে: সাধারণ লোক ভালো না। প্রত্যেকে নিজেদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করবে কিন্তু ✯ এটা কেউ ভেবে দেখে না যে, আমি ফজরের নামায পড়িনি এজন্য পেরেশানী এসেছে ✯ এটা কেউ চিন্তা করে না যে, কুরআনে করীমের প্রতি অনাগ্রহ বেড়েই চলেছে, এজন্য সমস্যাগুলো হচ্ছে ✯ এটা কেউ ভেবে দেখে না যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বেড়ে যাচ্ছে ✯ অপকর্ম বেড়েই চলছে ✯ বেহায়াপনা হচ্ছে ✯ মসজিদসমূহ খালি পড়ে রয়েছে, এগুলোও ব্যর্থতার কারণ, এটাও বরকতহীনতার কারণ, যদি আমরা এসব অভ্যন্তরীণ বিষয়ের দিকে মনোযোগ দিই আর এগুলো সমাধান করা শুরু করে দিই তবে বিশ্বাস করুন! আমাদের পেরেশানী দূর হতে পারে।

ব্যর্থতার কারণ শুধু এগুলো নয় যে ✯ দ্রব্যমূল্যের দাম অনেক বেশি ✯ ইনকাম নেই, বরং চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে ✯ বড়দেরকে সম্মান করা হচ্ছে না ✯ ছোটদের স্নেহ করা হচ্ছে না ✯ গরীবদের খবর নেওয়া হচ্ছে না ✯ নিজের আপনজনদের খবর নেই ✯ নামায, রোযার কোন চিন্তা নেই ✯ আল্লাহ ও রাসূলে বিধানের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, এগুলোও আমাদের ব্যর্থতার কারণ, আমাদেরকে এসব বিষয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মোটকথা বলার উদ্দেশ্য হলো, যেকোনো পেরেশানী আসুক, বিপদ আসুক, কোন কাজে ব্যর্থতা হোক তো সেটা সমাধানের জন্য চেষ্টা করুন, সমস্যার মূল বের করুন, ডাক্তার যখন চিকিৎসা ভালো করে করে তখন ঔষুধ প্রভাব ফেলে, এজন্য বিপদ, পেরেশানী, ব্যর্থতা ইত্যাদিও অভ্যন্তরীণ কারণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাস গড়ুন! এর দ্বারা আমরা সমস্যার মূল গোড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, যখন সমস্যার মূল গোড়ায় পৌঁছে যাবে, اِنْ شَآءَاللّٰه! সেটার সমাধানও বেরিয়ে আসবে।

কুতুবে মদীনার গীবতের প্রতি ঘৃণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি গীবতকে ঘৃণা করতেন। কারো গীবত করাকে তিনি একদম পছন্দ করতেন না, তাঁর সামনে যদি কারো গীবত করা হতো তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে সংশোধন করতেন।

একবার এক যিয়ারতকারী (অর্থাৎ মদীনায়ে পাকে আগত আশিকে রাসূল) তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি

কোথেকে এসেছেন? আরজ করলেন: পাক পাতান থেকে। বললেন: জি! জি! পাকপাতন হযরত (বাবা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ) গঞ্জে শাকার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সেটাকে পাকপাতান বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন পাকপাতন শরীফের কোন ব্যক্তি ছিল, তিনি তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে বললেন: অমুক ব্যক্তির কী অবস্থা? এখন ওই যিয়ারতকারী বললেন: সে তো কুকুরের লড়াই দেয়। সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎক্ষণাৎ দরুদ শরীফ পড়লেন, এরপর হাত তুলে ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করলেন, অতঃপর বললেন: তিনি দাঁড়ি মুন্ডানো ছেড়ে দিয়েছেন, কুকুরের লড়াই দেওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন হয়তো। এরপর ওই যিয়ারতকারীর সংশোধনের করতে গিয়ে বললেন: গীবতের পরিবর্তে দোয়া করলে তোমার জন্য ভালো হতো।

(সায়্যিদি যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৬১৪, ৬১৫)

سُبْحٰنَ الله! তাঁরা হলো আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা...!! কেমন সুন্দর চরিত্র, কেমন চমৎকার চালচলন, প্রথমতো এটা তো দেখুন! তিনি তার পরিচিত লোকের ব্যাপারে জানার জন্য জিজ্ঞাসা করছিলেন, এটাও একটি গুণ, এরপর সংশোধনের কী অপূর্ব পদ্ধতি, তিনি দোয়া করলেন, অতঃপর আল্লাহ পাকের রহমতের উপর প্রত্যাশা করলেন যে, ওই ব্যক্তি দাঁড়ি মুন্ডানোর গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে এবং অন্যান্য অপরাধগুলোও বর্জন করেছে হয়তো আর গীবতকারীকে সংশোধন করলেন যে, কারো খারাপ দিক দেখো তো সেটা নিয়ে আলোচনা করা, তার গীবত করার পরিবর্তে তার হকের মধ্যে দোয়া করো! এটা তোমার জন্য ভালো হবে।

হায়! আমাদেরও যদি এই মানসিকতা হতো, এখন তো! مَعَاذَ الله চারিদিকে মিথ্যা, গীবত, চুগলী, পুরো সমাজ গুনাহে ছেঁয়ে গেছে, হায়! আমাদের সকলের যেন এই মানসিকতা হয়ে যায় যে, আমরা না কারো গীবত শুনব আর না কারো গীবত করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুতুবে মদীনা দাড়ি রাখালেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এটাও ছিল যে, তিনি সময় অসময়ে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকতেন, মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া, গুনাহ থেকে নিষেধ করা, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের কাজ ছিল।

আরিফ কাদেরী যিয়ায়ী তাঁর মুরিদ ছিলেন, তিনি বলেন: একদিন সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে আমি উপস্থিত হলাম, তিনি একটি হাদিসে পাক শোনাতে গিয়ে বললেন: একবার ২ ব্যক্তি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। যখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের ব্যাপারে জানতে পারলেন তখন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য ঘরের বাহিরে তাশরিফ নিলেন। তাদের দাড়ি মুন্ডানো ছিল আর গোফ বড় বড় ছিল, এটা দেখার সাথে সাথেই নুরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, কেননা সায়্যিদুল আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর তাদেরকে দেখতে ঘৃণা হচ্ছিল। দ্বিতীয়বার তাদের অনুরোধে চেহারা মুবারক তাদের দিকে করার সাথে সাথেই ফিরিয়ে নিলেন, তৃতীয়বার যখন তিনি তাদের দিকে

কৃপাদৃষ্টি দিলেন তখন তাঁর হাত মুবারক দ্বারা তাদের চেহারার দিকে ইশারা করলেন আর বললেন: وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِهٰذَا তোমাদের মন্দ হোক, কে তোমাদেরকে (অর্থাৎ দাড়ি মুন্ডানোর আর গোফ বাড়ানোর) হুকুম দিয়েছে। তারা বলল: কিসরা (নামক বাদশাহ)। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: কিন্তু আমার রব আমাকে দাড়ি বড় করতে এবং গোফ ছোট করার হুকুম দিয়েছেন। **(দালায়িলুন নবুয়ত লি আসবাহানী, পৃ: ২০৭ , নং: ২৪১)**

এরপর আমাকে (আরিফ কাদেরী) কে সম্বোধন করে বললেন: আরিফ! আমার দৃষ্টিতে দাড়ি রাখা শুধু আবশ্যক নয় বরং তারচেয়েও বেশি কিছু। আরিফ কাদেরী বললেন: আমি ঠিক সেই দিনই দাড়ি কমিয়েছিলাম, তাঁর কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলাম, শরীর ঘেমে ভিজে গেল, হৃদয়ে খোদাভীতি বিস্তার করল, মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছিল না, আমি মনে মনে দাড়ি মুন্ডানো থেকে তাওবা করে নিলাম।

বলেন: আগামীকাল আমি একটি সফরে যাব, আমি গাড়িতে আমার সকল বন্ধুদেরকে এই ঘটনাটি বললাম তো তাদের মধ্য হতে ৪জন দাড়ি মুন্ডানো থেকে তাওবা করল। **(সায়্যিদি যিয়া উদ্দীন আহমদ কাদেরী, ১/৭৭৭-৭৭৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাড়ি মুন্ডানো অথবা এক মুষ্ঠি থেকে ছোট করা উভয়টি হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/৫৮১)** আফসোস! এই গুনাহ তো সমাজে অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে গেছে এটার কারণ কি? শুধুমাত্র ফ্যাশনবাদ। হায়! আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাতগুলো অনুসরণ করতাম, দাড়ি রাখতাম,

বাবরি চুল রাখতাম, যদি নসীব হয়! পাগড়ি শরীফ পড়ার সৌভাগ্য হতো, হায়! গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নেকীর প্রতি ভালোবাসা মিলে যেত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অদৃশ্য সত্তাদের আগমন

হুযুর সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর বেছালের প্রায় ২মাস আগে কিছু আশ্চর্যকর অবস্থা সৃষ্টি হলো, অনেক সময় বার বার বলতেন: আসুন! আমার কিবলা! তাশরিফ আনুন! একবার উপস্থিত লোকেরা দেখল যে, তিনি হাতজোড় করে কাউকে অনুরোধ করছে: আমাকে মাফ করে দিন! দূর্বলতার কারণে আমি তা'যিমের জন্য দাঁড়াতে পারছি না। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন: এইমাত্র হযরত খিযির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, হুযুরে সরকারে গাউসে আযম এবং আমার পীর ও মুর্শিদ ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাশরিফ এনেছেন।

(সায়্যিদি কুতুবে মদীনা, ১৬, ১৭ পৃ:)

বেছাল শরীফ ও জানাযা মুবারক

৪ যিলহজ্ব ১৪০১ হি: (মোতাবেক ১০ ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৮১ খ্রি:) রোজ শুক্রবার মসজিদে নববী শরীফের মুয়াজ্জিন যখন আল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর বলে আযান শুরু করলেন, তার সাথে সাথেই সায়্যিদি কুতুবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কালিমা শরীফ পাঠ করলেন এবং তাঁর রুহ বের হয়ে গেল। গোসল শরীফের পর কাফন বিছিয়ে মাথা মুবারকের নিচে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হুজরায়ে মাক্বসুরা অর্থাৎ সোনালী জ্বালির ভেতরের অংশের মাটি মুবারক রাখা হলো এবং বিভিন্ন

তাবাররুকাত রাখা হলো। এরপর কাফন পড়ানো হলো। আসরের নামাযের পর দরুদ ও সালাম এবং কসিদা বুরদা পাঠ করার মধ্য দিয়ে জানাযা সম্পন্ন হলো।

সবশেষে অসংখ্য ব্যবসায়ীদের উপস্থিতিতে জান্নাতুল বাকীতে শাহজাদীয়ে কওনাইন সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাযারে পাক থেকে শুধুমাত্র ২ গজ দূরত্বে দাফন করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ২৯ এর প্রতি তাকিদ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীনের ফয়যান পেতে এবং আউলিয়ায়ে কেরামের তরিকার উপর চলার মানসিকতা পাওয়ার জন্যে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, যেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অংশ নিন। শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দানকৃত "৭২ নেক আমল" এর উপর আমল করুন। ৭২ নেক আমলের মধ্য হতে ২৯ নম্বর নেক আমলটি হলো, আপনি কি আজতে সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেয়েছেন এবং খাওয়ার পূর্বে ও পরের দোয়া পড়েছেন? এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকত এটা হবে যে, আমাদের চাহিদা পূরণ হবে এবং আমাদের সুন্নাত অনুযায়ী খাওয়ার সাওয়াবও মিলবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মেহমানদারীর ও সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মেহমানদারীর সুন্নাত ও আদব শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি এর আগে ৩টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুমহান বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যে ব্যক্তি (সামর্থ থাকা অবস্থায়) মেহমানদারী করে না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। **(মুসনদে আহমদ, ৬/১৪২, হাদিস: ১৭৪২৪)** (২) মেহমানের দ্বারা খেদমত নেওয়াটা মানুষের বোকামি। **(আল জামিউস সগির, ২৮৮ পৃ:, হাদিস: ৪৬৮৬)** (৩) সুন্নাত হলো এটি যে, মানুষ মেহমানকে দরজা পর্যন্ত বিদায় জানাবে। **(ইবনে মাজাহ, ৪/৫২, হাদিস: ৩৩৫৮)** ✯ মেহমানের উচিত তার আত্মীয়ের ব্যস্ততা ও দায়িত্বের দিকে খেয়াল রাখা। ✯ সদরুশ শরীয়া হযরত মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানকে চারটি বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে: (১) যেখানে বসাবে সেখানে বসা। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করা হয় সেটাতেই খুশি হওয়া' (এটা যেন না হয় যে, বলে দেয়া: এগুলোর চেয়েও ভালো খাবার আমি আমার ঘরে খেয়ে থাকি অথবা এজাতীয় অন্য কোন শব্দাবলী)। (৩) ঘরের মালিকের অনুমতি ব্যতীত অনুষ্ঠান থেকে না উঠা এবং (৪) যখন ওখান থেকে যাবে তখন তার জন্য দোয়া করা। **(আলমগিরি, ৫/৩৪৪)** ✯ ঘরের খাবার ইত্যাদির ব্যাপারে কোন প্রকার সমালোচনা বা মিথ্যা প্রশংসা না করা।

ঘোষণা

মেহমানদারীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২১ মে ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মেহমানদারীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

আয়োজকের মেহমানদেরকে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার মত কোন প্রশ্ন না করা উচিত যেমন বলা যে, আমাদের খাবার কেমন হয়েছে? এহেন অবস্থায় যদি খাবার অপছন্দও হয় তারপরও মেহমান খাবারের মিথ্যা প্রশংসা করলে গুনাহগার হবেন। এরকমও প্রশ্ন করবে না যে" আপনি কি পেট ভরে খেয়েছেন নাকি খাননি? এখানেও উত্তরে মিথ্যা বলার আশঙ্কা রয়েছে যে, স্বভাবত বা কম খাওয়ার অভ্যাসের কারণে কম খাওয়ার পরও আয়োজকের প্রশ্ন এড়াতে মেহমানকে বাধ্য হয়ে এটা বলতে হয় যে, আমি পেট ভরে খেয়েছি। ✯ "আয়োজকের উচিত যে, মেহমানকে মাঝে মাঝে বলা যে, "আরও খান" কিন্তু এটা নিয়ে জোর না করা। **(আলমগিরি, ৫/৩৪৪)** ✯ মেহমানকে একদম চুপচাপ না থাকা উচিত এবং এটাও না করা উচিত যে, খাবার রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বরং ওখানে উপস্থিত থাকা।

(আলমগিরি, ৫/৩৪৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দূশ্চরিত্রতা থেকে মুক্তির দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "দূশ্চরিত্রতা থেকে মুক্তির দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنۡ مُنۡکَرَاتِ الۡاَخۡلَاقِ وَالۡاَعۡمَالِ وَالۡاَهۡوَاءِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি মন্দ চরিত্র, মন্দ আমল ও খারাপ আকাঙ্ক্ষা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **(ফয়যানে দোয়া, পৃ: ২৭৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ

ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد